তৃতীয় অধ্যায়
রূপতত্ত্ব (Morphology)

ভাষার সবচেয়ে মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি। আবার, একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর যে এক-একটি অর্থ পূর্ণ একক গড়ে তোলে তা হল শব্দ। আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে, ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তর এককটি শব্দ নয়, সেটি হল রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme)। রূপিমই হল শব্দ গঠনের মূল উপাদান এবং বাক্য মধ্যে শব্দের রূপবৈচিত্র্য সাধন করে। রূপিমের সাহায্যে এই কথ্যভাষায় শব্দ গঠন প্রক্রিয়া এবং রূপিমের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, কারক, লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি ব্যাকরণিক সংবর্গ (Grammatical category) গুলি কীভাবে কথ্যভাষাটির রূপবৈচিত্র্য (Morphological variations) নিয়ন্ত্রন করে তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হল।

১. রূপিমের (Morpheme) সাহায্যে এই অঞ্চলের কথ্যভাষার শব্দ গঠন প্রক্রিয়া[১]— রূপিমের সাহায্যে এই কথ্যভাষায় শব্দ প্রধানত দুটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন—

১.১ একটি মাত্র রূপিমের সাহায্যে— কিরা (শপথ), ভোক্ (ক্ষিদে), গজুয়া (বোকা), বোগাস (মিথ্যা), ধাগা (সূতা), চাক্‌লা (গোল), নুনছ্যা (লবণাক্ত) ইত্যাদি।

১.২ একাধিক রূপিমের সমবায়ে— একাধিক রূপিমের সমবায়ে শব্দ চার ভাগে গঠিত হতে পারে। যেমন—

১. ২. ১ মুক্ত রূপিম (Free Morpheme) + বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme)

মান্‌শি + গিলা = মান্‌শিগিলা (মানুষগুলো)

শয়তান + ই = শয়তানি (শয়তানি)

ভুইস্ + ট্যা = ভুইস্‌ট্যা (মহিষটা)

ফেরেব + বাজ = ফেরেবাজ (প্রবঞ্চক)

জমিন + দার = জমিনদার (জমিদার)

ছেলে + রা = ছেলেরা (ছেলেরা)

১. ২. ২ বদ্ধ রূপিম + মুক্ত রূপিম

আ + কাম্ = আকাম্ (ক্ষতি)

কু + কথা = কুকথা (খারাপ কথা)

নি + খাগি = নিখাগি (কিছুই খায় না এমন স্ত্রী লোক)

স + জোরে = সজোরে (জোরের সঙ্গে)

বে + নাম = বেনাম (অন্য নাম / নামহীন)

হর + রোজ = হররোজ (প্রতিদিন)

ব + কলম = বকলম (লিখতে অক্ষম)

১. ২. ৩ বদ্ধ রূপিম + বদ্ধ রূপিম

গম্ + ক্তি (তি) = গতি

গম্ + অন্ট (অন্) = গমন

সৃজ্ + ক্ত (তি) = সৃষ্টি

সৃজ্ + ক্ত (ত) = সৃষ্ট

তো + র = তোর

হামা + কে = হামাকে (আমাকে)

১. ২. ৪ মুক্ত রূপিম + মুক্ত রূপিম

হাতে + কলমে = হাতে কলমে

র‍্যাইত + দিন = র‍্যাইতদিন (রাতদিন)

দালান + বাড়ি = দালান বাড়ি (পাকাবাড়ি)

টাকা +পাইস্যা = টাকা পাইস্যা (টাকা-পয়সা)

খানা + পিনা = খানাপিনা (খাওয়া-দাওয়া)

রূপিমের গঠন প্রকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে তার অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে এবং এক্ষেত্রে বদ্ধ রূপিম তথা প্রত্যয়-বিভক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাকরণগত সম্পর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে থাকে। এই সংযুক্তির মাধ্যমে ক্রিয়ার কাল, কারক, পুরুষ, বচন ইত্যাদি ব্যাকরণগত সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হল।

২. ক্রিয়ার কাল

বিহার সংগগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষায় ক্রিয়াপদের তিনটি কাল লক্ষ করা যায় যথা—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতকাল। একটি ভাব অনুজ্ঞা লক্ষ করা যায়। কাল ও পুরুষভেদে এই কথ্যভাষায় উভয় বচনে একই ক্রিয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ ক্রিয়া পদের বিভক্তির ব্যবহারের দিক থেকে একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয় বচনে একই ক্রিয়া বিভক্তি-র ব্যবহার রয়েছে।

কাল ও পুরুষ ভেদে এই কথ্যভাষার ক্রিয়া-বিভক্তি √কর্[২] ('কর্' ধাতু যোগে)

কাল	উত্তম পুরুষ (মি, মুই, হামি = আমি)	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ (উ, অয়, ওয়াই = সে)
		সাধারণ (তুমি)	তুচ্ছার্থে (তুই)	সম্ভ্রমার্থে	
ব র্ত মা ন কা ল					
সাধারণ	—ছি, —ছু, —হি, —উ, —ই	—অ/—ও	—ইস,—হিস্, —আ, —শ	—এন, —চেন্, — হেন্	—এ, —ছে, —হে, / —ইছে
ঘটমান	—ছি, —ছু, —হি, —উ, —ই	—ইছো/ —ও	—ছিস্,—ছিত্,	—এন্, —চেন্, — হেন্	—ছে, —হে, / —ইছে
পুরাঘটিত	—এছি, —ইসু, —ইচি,	—এছো	—এছিস্, —ইস্লো,	—চেন্, —হান্	—এছে, —লে, —সে
অনুজ্ঞা		—অ/—ও	—০, —আ	—এন্, —হেন্	—উক্, —অ্যাক্

কাল	উত্তম পুরুষ (মি, মুই, হামি = আমি)	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ (উ, অয়, ওয়াই = সে)
		সাধারণ (তুমি)	তুচ্ছার্থে (তুই)	সম্ভ্রমার্থে	
অ তী ত কা ল					
সাধারণ	—ইনু, —নু, —ওনু, —হিনু,	—অ্যাছো, —ইল্যা/ —ল্যা	—লো/—লি, —হিলো, —হিলু	—লেন্	—ইল্া, —ল্, —ইলে, —হিল্
পুরাঘটিত	—এছিনু, —এছনু, —ইনু, —নু, —ওনু	—এছিল্যা	—এছিলি	—লেন্	—এছিলো, —ইলা, —ল্
ঘটমান	—ইস্নু, —চিনু	—ছিলে	—ইস্লো	—হিসলেন্	—এছিলো, —ইসল্
নিত্যবৃত্ত	—ইতাম্/—তাম্, —ইতুঙ্/—তুঙ্	—ইতেক্/ —তে	—ইতিক্/তি	—তেন্	—ইতুক/,—তুক্/ —তোক, —তো

কাল	উত্তম পুরুষ (মি, মুই, হামি = আমি)	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ (উ, অয়, ওয়াই = সে)
		সাধারণ (তুমি)	তুচ্ছার্থে (তুই)	সম্ভ্রমার্থে	
ভ বি ষ্য ৎ কা ল					
সাধারণ	—ইবো, —বো, —ইম্, —ম	—ইব্যা, —বা	—ওবি, —বি, —বু/—বো	—বেন্	—ইবে, —বে
ঘটমান	—ইতে থাকবো	—ইতে থাকবে	—ইতে থাকবি	—ইতে থাকবেন	—ইতে থাকবে
অনুজ্ঞা		—ইও, —বে	—ইশ্	—বেন্	

এবার ক্রিয়াবাচক রূপিম গঠনে মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিমের সংযুক্তি দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরা হল[৩]—

ক. √কহ

বর্তমান কাল					
পুরুষ		**সাধারণ**	**ঘটমান**	**পুরাঘটিত**	**অনুজ্ঞা**
উত্তম		কহছি (বলছি)	কোহোছি (বলছি)	কোহেছি (বলেছি)	
ম	**সাধারণ**	কহ (বলো)	কোহিছো (বলছ)	কোহেছো (বলেছ)	কহ (বলো)
ধ্য	**তুচ্ছার্থে**	কহা (বল)	কহছিস (বলছিস)	কোহেছিস (বলেছিস)	কহা (বল)
ম	**সম্ভ্রমার্থে**	কহেন (বলেন)	কহচেন (বলছেন)	কহচেন (বলছেন)	কহেন (বলেন)
প্রথম		কহে (বলে)	কোহিছে (বলছে)	কোহেছে (বলেছে)	কহুক (বলুক)

√কহ

অতীত কাল					
পুরুষ		**সাধারণ**	**ঘটমান**	**পুরাঘটিত**	**অনুজ্ঞা**
উত্তম		কহনু (বলেছিলাম)	কোহেছিনু (বলেছিলাম)	কোহেছিনু (বলেছিলাম)	কোহিতাম (বলতাম)
ম	**সাধারণ**	কহেছো (বলেছিলে)	কোহেছিল্যা (বলেছিল)	কোহোছিলে (বলেছিলে)	কোহিতেক (বলতে)
ধ্য	**তুচ্ছার্থে**	কহ্যালি (বললি)	কোহেছিলি (বলছিলি)	কোহিসলো (বলছিলি)	কোহোতি (বলতি)
ম	**সম্ভ্রমার্থে**	কহালেন (বললেন)	কহালেন (বলেছিলেন)	কোহিসলেন (বলেছিলেন)	কহাতেন (বলতেন)
প্রথম		কোহিলে (বলল)	কোহেছিলো (বলেছিলো)	কোহেছিলো (বলেছিলো)	কহাতো (বলতো)

√কহ

ভ বি ষ্য ৎ কা ল				
পুরুষ		সাধারণ	ঘটমান	অনুজ্ঞা
উত্তম		কোহোবো (বলব)	কোহিতে থাকবো (বলতে থাকবো)	
ম ধ্য ম	সাধারণ	কোহিবা (বলবে)	কোহিতে থাকবে (বলতে থাকবে)	কোহিও (বোলো)
	তুচ্ছার্থে	কোহোবি (বলবি)	কোহিতে থাকবি (বলতে থাকবি)	কোহিশ (বলিস)
	সম্ভ্রমার্থে	কোহিবেন (বলবেন)	কোহিতে থাকবেন (বলতে থাকবেন)	কোহিবেন (বলবেন)
প্রথম		কোহিবে (বলবে)	কোহিতে থাকবে (বলতে থাকবে)	

খ. √খা

ব র্ত মা ন কা ল					
পুরুষ		সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	অনুজ্ঞা
উত্তম		খাছি (খাচ্ছি)	খাছি (খাচ্ছি)	খাইসু (খেয়েছি)	
ম ধ্য ম	সাধারণ	খাও (খাও)	খাইছো (খাচ্ছ)	খায়েছো (খেয়েছ)	খাও (খাও)
	তুচ্ছার্থে	খা (খা)	খাছিস (খাচ্ছিস)	খায়েছিস (খেয়েছিস)	খা (খা)
	সম্ভ্রমার্থে	খান (খান)	খাচেন (খাচ্ছেন)	খাচেন (খেয়েছেন)	খান (খান)
প্রথম		খাইছে (খাচ্ছে)	খাইছে (খাচ্ছে)	খায়েছে (খেয়েছে)	খাউক (খাক)

√খা

অ তী ত কা ল					
পুরুষ		সাধারণ	পুরাঘটিত	ঘটমান	নিত্যবৃত্ত
উত্তম		খানু (খেলাম)	খানু (খেয়েছিলাম)	খাছিনু (খাচ্ছিলাম)	খাইতাম (খেতাম)
ম	সাধারণ	খায়েছো (খেলে)	খায়েছিল্যা (খেয়েছিলে)	খায়েছিলে (খেয়েছিলে)	খাইতে (খেতে)
ধ্য	তুচ্ছার্থে	খালি (খেলি)	খায়েছিলি (খেয়েছিলি)	খাইস্‌লো (খেয়েছিলি)	খাইতি (খেতি)
ম	সম্ভ্রমার্থে	খালেন (খেলেন)	খালেন (খেয়েছিলেন)	খাইসলেন (খেয়েছিলেন)	খাতেন (খেতেন)
প্রথম		খাল (খেল)	খায়ছিলো (খেয়েছিলো)	খায়ছিলো (খেয়েছিলো)	খাতো (খেতো)

√খা

ভ বি ষ্য ৎ কা ল				
পুরুষ		সাধারণ	ঘটমান	অনুজ্ঞা
উত্তম		খাবো (খাবো)	খাইতে থাকবো (খেতে থাকব)	
ম	সাধারণ	খাবা (খাবে)	খাইতে থাকবে (খেতে থাকবে)	খাবে (খেও)
ধ্য	তুচ্ছার্থে	খাবি (খাবি)	খাইতে থাকবি (খেতে থাকবি)	খাইশ (খাস)
ম	সম্ভ্রমার্থে	খাবেন (খাবেন)	খাইতে থাকবেন (খেতে থাকবেন)	খাইবেন (খাবেন)
প্রথম		খাইবে (খাবে)	খাইতে থাকবে (খেতে থাকবে)	

৩. অসমাপিকা ক্রিয়া :

আলোচ্য কথ্যভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত ক্রিয়া বিভক্তিগুলি হল, —ই, —এ, —বা, —অ্যা, —তে, —লে ইত্যাদি।[৪]

ই-যুক্ত ক্রিয়াপদ—চলি (চলে), ধোরি (ধরে), করি (করে), আসি (এসে) ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ—তি মোক না বাতায় চলি গেল। (তুই আমাকে না বলে চলে গেলি।)

অভিশ্রুতিজাত এ-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—খায়ে, ডাকে, পাড়ে ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ—আভি উয়াক্ ডাকে লিয়ে অস। (এখন ওকে ডেকে নিয়ে আয়।)

'ইতে'—ক্রিয়াবিভক্তির পরিবর্তে আলোচ্য কথ্যভাষায় প্রধানত 'বা'-ক্রিয়া বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—খাবা (খেতে), কোরবা (করতে), যাবা (যেতে), কহবা (বলতে), চলবা (চলতে), আসবা (আসতে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ—তুমসার আজ হামসার ঘরত্ আসবা হোবে। (তোমাকে আজ আমার ঘরে আসতে হবে।)

চলিত বাংলার মতোই - 'তে' বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে। যেমন—কহতে কহতে (বলতে বলতে), যাতে যাতে (যেতে যেতে), খাতে খাতে (খেতে খেতে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রযোগ—কহতে কহতে মি থকে গেনু। (বলতে বলতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম।)

৪. যৌগিক ক্রিয়া :

আলোচ্য কথ্যভাষায় যৌগিক ক্রিয়া পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ একটু বেশী। কখনও দুটি সমাপিকা ক্রিয়া যোগে, কখনও একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত হয়ে এই যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে।[৫]

দুইপদী ক্রিয়া-বাক্যাংশ—

ক. তি মোর পাছু পাছু চলে অস। (তুই আমার পেছন পেছন চলে আয়।)

খ. উয়ার হাতখান পাকরে লে। (তার হাতটা ধরে নে।)

গ. খপ্ করি মাছগিলা ধরি ফ্যাল। (খপ্ করে মাছগুলো ধরে ফেল।)

তিনপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ—

ক. প্যাইশাটা গিন্তি করি লাও। (টাকাটা গুনে নাও।)।

খ. বিহ্যান ব্যালা গোসল করি লে। (সকালবেলা স্নান করে নে।)।

গ. কি হোল্ বোইস্যা কান্দিস কেন্? (কি হলো বসে কাঁদছিস কেন?)

চারপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ—

ক. ঘরের বরতন্গিল্যা ধুয়্যা লিয়্যা রাইখ্যা দে।

(ঘরের বাসনগুলো ধুয়ে নিয়ে রেখে দে।)

খ. হিসাবখান্ গিন্তি করি রাখি অস। (হিসাবটা গুনে রেখে আয়।)

গ. মুরগিটাক্ ধরি কাটি লিয়্যে অস। (মুরগিটাকে ধরে কেটে নিয়ে আয়।)

৫. সংযোগমূলক ক্রিয়া :

এই কথ্যভাষায় সংযোগমূলক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নামপদ বা বিশেষণ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্ট সংযোগমূলক ক্রিয়াপদেরও ব্যবহার রয়েছে। এখানে সংযোগমূলক ক্রিয়ায় গঠন দেখানো হল—

সংযোগমূলক ক্রিয়া-বিশেষ্য/বিশেষণ + ক্রিয়া

যেমন— খেল গিয়া (অর্থ - খেলগে), পুছ্ লে (অর্থ - জিজ্ঞাসা কর), খায়ে লাও (অর্থ - খেয়ে নেও), চোলে অস (অর্থ - চলে আয়) ইত্যাদি।[৬]

বাক্যে প্রয়োগ—

ক. উয়ার পাতাটা এইঠে পুছ্লে। (তার ঠিকানাটা এখানে জিজ্ঞাসা কর।)

খ. মোক্ পেরেশান না করে বাইরে খেল্গে যা।

(আমাকে বিরক্ত না করে বাইরে খেল গিয়ে যা।)

গ. উ দোপেহের তক্ নিন্ পারছে কেনে? (সে দুপুর পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে কেন?)

৬. অস্ত্যর্থক ক্রিয়া :

আছ্, রহ, থাক্, হ, যা ইত্যাদি ধাতু থেকে এই শ্রেণীর ক্রিয়া এই কথ্যভাষায় লক্ষ করা গেছে। উপরোক্ত মুক্ত বা বদ্ধ রূপিমগুলির সঙ্গে— -ই, -বো, -বে, -এ, -নু, -লো প্রভৃতি বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়।[৭] যেমন—

মুক্তরূপিম	/	**বদ্ধরূপিম**	+	**বদ্ধরূপিম**	=	**অস্ত্যর্থক ক্রিয়া**
		আছ্		-ই	=	আছি
		রহ		-বো	=	রহবো
		যা		-বে	=	যাবে
আছ্	~	থাক		-বো	=	থাকবো
আছ্	~	ছি		-লো	=	ছিলো
যা	~	গে		-নু	=	গেনু
আছ্	~	ছি			=	আছি
আছ্	~	ছে			=	আছে
আছ্	~	ছিনু			=	ছিলাম

বাক্যে প্রয়োগ—

ক. মি ছি, তি ঘুমে অস। (আমি আছি, তুই ঘুরে আয়।)

খ. অর কেৎখুন এইটি বোটি রহবো। (আর কতক্ষণ এখানে বসে থাকবো।)

গ. হামরা বাহার গেনু। (আমরা বাইরে গেলাম।)

৭. নাস্ত্যর্থ / নঞর্থক ক্রিয়া :

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার পর না, নি, নাই বসিয়ে নঞর্থক ভাব প্রকাশ করা হয়। নঞর্থক ক্রিয়ার রূপ গঠন নিচে তুলে ধরা হল[৮]—

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া	**বদ্ধরূপিম**	+	**বদ্ধরূপিম**	=	**নঞর্থক ক্রিয়া**
যাবো	ন		-আ	=	যাবো না
খায়			-ই	=	খায় নি

আসে	-আই	=	আসে নাই
ছিলো	-আ	=	ছিলো না

বাক্যে প্রয়োগ—

ক. অয় আসবা নি পারবে। (সে আসতে পারবে না।)

খ. উ আভিত্যক্ আসেনি। (সে এখনো পর্যন্ত আসেনি।)

গ. ঘরত্ খাবার তানে কুছুই নাই। (ঘরে খাবার জন্য কিছুই নাই।)

৮. প্রযোজক ক্রিয়া :

মূল ধাতুর সঙ্গে -আ, -অ্যা, -ইয়ে, -ওয়া বদ্ধরূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে বিভিন্ন কালবাচক পূর্ণ প্রযোজক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।[৯] যেমন—

ধাতু	+	**বদ্ধরূপিম**	+	**ক্রিয়াবিভক্তি**	=	**প্রযোজক ক্রিয়া**
কর		-আ		ছি	=	করাছি
খা		-ওয়া		-বি	=	খাওয়াবি
দেখ		-আ		ইব্যা	=	দেখাইব্যা
শুন		আ		ছিস্	=	শুনাছিস্
কহ		আ		ছি	=	কহাছি

বাক্যে প্রয়োগ—

ক. মি কি কহাছি মন দিয়ে শুনেক্। (আমি কি বলছি মন দিয়ে শোনো।)

খ. বেলা হোইং গেল, ছুয়াটাক্ কেখুন খাওয়াবি?

(বেলা হয়ে গেল, বাচ্চাটাকে কখন খাওয়াবি?)

গ. মি উয়াক প্যায়ার নি কর্যাছি। (আমি ওকে ভালোবাসি না।)

৯. নাম ধাতু :

আলোচ্য কথ্যভাষায় নামধাতুর যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। বিশেষ্য, বিশেষণ পদে আ, ইছে যোগ করে ও তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে নাম ধাতু পদ গঠিত হয়।[১০] যেমন—

নামপদ +	**বদ্ধরূপিম** +	**ক্রিয়াবিভক্তি** =	**নামধাতু**
মাপ	আ	ইব্যা =	মাপাইব্যা
গুন	আ	ইব্যা =	গুনাইব্যা
উড়	আ	ইব্যা =	উড়াইব্যা

আবার কখনও নামপদের সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে নামধাতু গঠিত হয়। যেমন—

নামপদ +	**ক্রিয়াবিভক্তি** =	**নামধাতু**
সিজা (সেদ্ধ)	ইছে =	সিজাইছে
লাফা (লাফ)	ছে =	লাফাছে
বিহ্যা (বিয়ে)	বে =	বিহ্যাবে
পাছা (পেছনে)	ইছে =	পাছাইছে
জুতা (পাদুকা)	বো =	জুতাবো
নিন্দা (ঘুমানো)	ইছে =	নিন্দাইছে
মহক (সুগন্ধ)	ইছে =	মহকিছে
বিষা (ব্যথা)	ইছে =	বিষাইছে
টাটা (টন্‌টন্‌)	ইছে =	টাটাইছে
গন্ধা (গন্ধ)	চে =	গন্ধাচে

বাক্যে প্রয়োগ—

ক. উ ধান মাপাইব্যা, ওয়াক ছাড়ি দে। (সে ধান মাপবে, তাকে ছেড়ে দে।)

খ. অক এই সাল ব্যাহাবে/বিহ্যাবে। (ওকে এই বৎসব বিয়ে দেবে।)

গ. কুছ হোল নি, আভি তালাক নিন্দাইছে?

(কিছু হোলো নাকি, এখনও পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে?)

গ. মোর মাথাখান বিষাইছে। (আমার মাথাটা ব্যথা করছে।)

১০. কারক :

আলোচ্য কথ্যভাষায় প্রয়োগগত দিক থেকে কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ পদের এই ছয়টি কারকেরই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কারকে কারক বিভক্তি বা চিহ্ন (case-mark) সারণির সাহায্যে তুলে ধরা হল[১১]—

কারক	কারক-চিহ্ন	
	একবচন	**বহুবচন**
কর্তৃকারক	-০, টা/ট্যা, -কে, -র, -এ, - তে	-রা, -কে, -গালা, -রাকে, -রখে
কর্মকারক	-০, -কে	-রাকে
করণকারক	-এ, তে, দিয়া	-গালায়, -গালাতে, দিয়া
অপাদানকারক	হোতে, থাইক্যা, সে	হোতে, থাইক্যা
অধিকরণকারক	-এ, -তে, -টে	-এ, -তে, -টে
সম্বন্ধপদ	-র, -এর	-গালার, -এরঘে, -রঘে

১০.১ কর্তৃকারক :

কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগের আধিক্যের জন্য এই কথ্যভাষায় কর্তৃকারকের অধিক প্রয়োগ রয়েছে। কর্তৃকারকে একবচনে '-০' বিভক্তি এবং বহুবচনে '-রা' বিভক্তির প্রয়োগ অধিক। যেমন—

ক. মোর সারা বদনত্ কাঁদো। (আমার সারা গায়ে কাঁদা।)

খ. মুই কলডা চালো দোই তুই সাফ করি লে।

(আমি কলটা চালিয়ে দিই তুই পরিস্কার করে নে।)

গ. গরুটা ঘাস খাছে। (গরুটা ঘাস খাচ্ছে।)

ঘ. গুধ্যাট্যা মাল টানিছ্যে। (গাধাটা মাল টানছে।)

ঙ. মাক্ সাথ করি লিয়ে যাবো। (মাকে সাথে করে নিয়ে যাবো।)

১০.২ কর্মকারক :

কর্মকারকে একবচন ও বহুবচনে 'শূন্য', -ক, -কে বিভক্তির প্রয়োগ বেশী লক্ষিত হয়।

ক. ডাক্তার সাব্ কে বোলাও। (ডাক্তার সাহেবকে ডাকো।)

খ. ডাইবারটাক্ প্যাইশা দিয়ে দ্যাও। (ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে দাও।)

গ. ফারুকে গোরুটাক ঘুমায় লিয়ে আলো। (ফারুক গরুটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো।)

ঘ. হামাকে কুছু খাবার দাও। (আমাকে কিছু খাবার দাও।)

১০.৩ করণকারক :

চলিত বাংলায় অনুরূপ এই কথ্যভাষাতেও '-এ', 'তে' বিভক্তি এবং 'দিয়া' অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়। যেমন—

ক. তোক্ দিয়া মোর কোই কাম নি হোল্।

(তোকে দিয়ে আমার কোনো কাজ হল না।)

খ. প্যাইশাতে বাঘের দুধ মিলে। (টাকায় বাঘের দুধ পাওয়া যায়।)

গ. এ্যত্লা মোটা কলমে লিখা যায় না। (এত মোটা কলমে লেখা যায় না।)

ঘ. মাছগালায় জালে পড়িল। (মাছগুলো জালে ধরা পড়ল।)

১০.৪ অপাদান কারক :

অপাদান কারকের চিহ্ন রূপে এই কথ্যভাষায় সে, হোতে, থাইক্যা, তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন—

ক. বিহান র‍্যাইত থাইক্যা বাদলা পরিছে। (ভোর থেকে বৃষ্টি পড়ছে।)

খ. পকেট হোতে টাকালা মারি লিখো। (পকেট থেকে টাকাগুলো মেরে নিলো।)

গ. তোমসার চোখ হোতে পানি নিকলিছে কেনে?

(তোমাদের চোখ থেকে / হাত জল পড়ছে কেন?)

ঘ. জমিন সে ধান কাটি লিয়ে অস। (জমি থেকে ধান কেটে নিয়ে আয়।)

১০.৫ অধিকরণ কারক :

অধিকরণ কারকের বিভক্তি হিসাবে আলোচ্য কথ্যভাষায় '-এ', '-তে', '- টে' ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক. সারা বদনে ব্যথা। (সারা শরীরে ব্যথা।)

খ. অয় ঘরতে নি ছে। (সে ঘরে নেই।)

গ. পরশু কোলকাতাত্ যাম্। (পরশু কোলকাতা যাবো।)

ঘ. এইটে কুছু হবার নি সাকছে। (এখানে কিছু হবে না।)

১০.৬ সম্বন্ধ পদ :

সমন্ধ পদের চিহ্ন রূপে আলোচ্য কথ্যভাষায়——র, -এর, -আর, -রঘে ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক. -র -মোর, তোর, উয়ার, হামার, বাবার ইত্যাদি।

খ. -এর - বাবুলের, পোখরের, দুকানের, কিতাবের ইত্যাদি।

গ. -রঘে/-এরঘে - হামারঘে, হাসানেরঘে, ওয়ারঘে ইত্যাদি

বাক্যে প্রয়োগ—

অ. মোর পিরনটা দে। (আমার জামাটা দে।)

আ. দুকানের সামানলা ভালো নি ছে। (দোকানের জিনিসগুলো ভালো নয়।)

ই. হাসানেরখে আজ অনুষ্ঠান ছে। (হাসানদের আজ অনুষ্ঠান আছে।)

ঈ. বাস্কর ভিতর শাড়িখান রাখ। (বাক্সের ভিতরে শাড়িটা রাখ।)

১১. উপসর্গ :

আলোচ্য কথ্যভাষাতে চলিত বাংলার মতোই উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত হয়। তবে উপসর্গের ব্যবহার এই কথ্যভাষায় কম লক্ষ্য করা যায়।

১১.১ তৎসম শব্দে :

তৎসম শব্দে অপ, সম্, নি, অব, বি, প্রতি, অভি, অতি, উপ, আ ইত্যাদি উপসর্গগুলি

প্রযুক্ত হয়।[১২] যেমন—

ক. অপ - অপ্চয়, অপ্কার, অপ্মান

খ. সম্ - সংবাদ, সম্সার (সংসার)

গ. নি - নিয়োগ, নিশ্চয়

ঘ. অব - অব্রোধ্

ঙ. বি - বিসরজন্ (বিসর্জন), বিপক্ষ

চ. প্রতি - প্রতিয়োগিতা (প্রতিযোগিতা)

ছ. অভি - অভিশাপ্, অভিমুখ্

জ. অতি - অইত্তাচার (অত্যাচার)

ঝ. উপ - উপ্কার, উপোহার (উপহার)

ঞ. আ - আশংকা (আশঙ্কা)

১১.২ তৎসম ভিন্ন শব্দে :

তৎসম ভিন্ন শব্দে অ, আ, বিনা, নি, অনা এই উপসর্গগুলি প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন—

ক. অ - অভাব, অসুবিধ্যা (অসুবিধা), অকাম

খ. আ - আকাম, আকাল

গ. বিনা - বিনা প্যাইশা, বিনা মাহিনা (বেতন ছাড়া)

ঘ. নি - নিলাম, নিখরচা, নিলাজ (লাজহীন)

ঙ. অনা - অনাবৃষ্টি, অনাচার, অনাবাদি

১১.৩ বিদেশী উপসর্গ :

বিদেশী উপসর্গ হিসাবে ফারসী ও ইংরেজী উপসর্গের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

ক. গর - গরমিল, গরহাজির, গরহজম

খ. বদ - বদনাম, বদহজম্, বদলোক, বদ্মাস

গ. বাজে - বাজে লোক, বাজে কথা, বাজে বুদ্ধি

ঘ. বে - বেজ্জত বেইজ্জত, বেইমান, বেহাল

১১.৩.১ ফারসী উপসর্গ যোগে :

ক. গর - গরমিল, গরহাজির, গরহজম

খ. বদ - বদনাম, বদহজম্ বদলোক, বদ্মাস

গ. বাজে - বাজে লোক, বাজে কথা, বাজে বুদ্ধি

ঘ. বে - বেজ্জত (বেইজ্জত), বেইমান, বেহাল

১১.৩.২ ইংরেজী উপসর্গ যোগে :

ক. হেড - হেডমুলবি (হেডমৌলবি), হেডমাশটার (হেডমাস্টার), হেডআপিস (হেডঅফিস)

খ. ফুল - ফুলমুন্জা (ফুলমোজা), ফুলশাট (ফুলশার্ট), ফুলপ্যান (ফুলপ্যান্ট)

গ. হাফ > হাপ্ - হাপ্প্যান (হাফপ্যান্ট), হাপ্শাট (হাফশার্ট), হাপ্টেইম (হাফটাইম)

১২. অনুসর্গ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় অনুসর্গের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। অনুসর্গ নির্দেশক শব্দগুলি হল— হোতে < হইতে, দিয়্যা < দিয়ে, কইর‍্যা < করিয়া, মোইদ্দ্যে < মধ্যে, লাইগ্যা < লাগিয়া, থাইক্যা < থাকিয়া, মতো < মতন ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ—

ক. কুন্টি হোতে আসা হোল্? (কোথা থেকে আসা হলো?)

খ. তোক দিয়্যা কোই কাম হবার নি সাক্ছে। (তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।)

গ. ভূতের মতো চেহারা করিস কেনে? (ভূতের মতো চেহারা করিস কেন?)

ঘ. মি তোর লাইগ্যা পাগল হৈ গেনু। (আমি তোর লাগিয়া পাগল হয়ে গেলাম।)

ঙ. হামসার বিচত্ কুথা থাইক্যা ওয়ায় আসিল?

(আমাদের মধ্যে কোথা থাকিয়া সে এলো?)

এগুলি ছাড়াও আলোচ্য কথ্যভাষায় কয়েকটি বিশিষ্ট অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ্য করা

যায়। যেমন—

ক. লোগি (সঙ্গে) —

মোর লোগি পাছু পাছু অস। (আমার সঙ্গে পিছু পিছু আয়।)

খ. তানে (জন্য) —

উয়ার ভালার তানে মি কুছভি করবা সাকছি।

(তার ভালোর জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।)

গ. পাকে (দিকে) —

অব মি কোন পাকে যাম্। (এখন আমি কোন দিকে যাবো।)

১৩. সর্বনাম :

১৩.১ পুরুষবাচক সর্বনাম :

এই কথ্যভাষায় সর্বনাম পদের পূর্ণাঙ্গ ও বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। চলিত বাংলার মতো এই কথ্যভাষাতেও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়ার রূপ সম্পূর্ণ পৃথক। পুরুষ বাচক সর্বনাম পদগুলি একটি সারণির সাহায্যে তুলে ধরা হল[১৩]—

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মি, মুই, হামি, মোক্, মোর, হামাকে, হামার	হামরা, হামাক / হামার, হামসাক্, হামারঘে / হামার ঘোরের
মধ্যম	তুই/তুমি, তোমাকে/ তোকে, তোমার/ তোর, তি	তোরা/ তোমরা, তোমরাকে/ তোরাকে, তোমারঘে / তোরঘে তোমসাক্, তোমসার
প্রথম	উ/ও, ওয়াকে/অকে, ওয়াক্, ওয়ার	অরা/ওয়ারা, ওয়ারাকে/অরাকে /ওয়ারঘে, ওয়ারঘরক্

১৩.১.১ উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম :

আলোচ্য কথ্যভাষায় একবচনের ক্ষেত্রে মি, হাম্, হামা, মো এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে হাম্, হামরা, হামার প্রাতিপাদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তিবাচক বিকরণ যোগ করে পদ নিস্পন্ন হয়। যেমন—

বচন	বদ্ধ রূপিম / মুক্ত রূপিম প্রাতিপাদিক	+	বদ্ধ রূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	= পদ
একবচন	হাম্		-ই	= হামি (আমি)
	হামা		-কে	= হামাকে (আমাকে)
	হামা		-র	= হামার (আমার)
	মো		-ক্	= মোক্ (আমাকে)
	মো		-র	= মোর (আমার)
বহুবচন	হাম্		-রা	= হামরা (আমরা)
	হাম্‌রা		-কে	= হাম্‌রাকে (আমাদেরকে)
	হামার্		-ঘে	= হামারঘে (আমাদের)
	হামা		-ক	= হামাক্ (আমাদেরকে)

আলোচ্য কথ্যভাষায় হামা, মো একবচনের সাধারণ প্রাতিপাদিক। এই হিসাবে হামার 'হামার' সম্বন্ধ পদ হয়। কিন্তু 'হামার' শব্দটিকেই প্রাতিপাদিক রূপে ব্যবহার করে এবং অতিরিক্ত রূপে 'ঘ' যোগ করে পদ নিস্পন্ন হয়। বহুবচনের ক্ষেত্রেও 'হাম' প্রাতিপাদকের সঙ্গে 'রা' বিভক্তি যোগে নিস্পন্ন হয় 'হামরা' প্রাতিপাদিক রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অতিরিক্ত বিভক্তি রূপে 'কে' যোগে পদ নিস্পন্ন হয়। এই কথ্যভাষার এটি বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য — যা চলিত বাংলায় অনুপস্থিত। আবার এই কথ্যভাষায় একবচনে 'মি' পদের দ্বারা পুরুষ নিদের্শিত হয়।

১৩.১.২ মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম :

মধ্যম পুরুষে একবচনের ক্ষেত্রে তু, তো, তুম, তোমা এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে তো, তোম, তোর/ তোমার, তোরা/ তোমরা প্রাতিপাদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিভক্তিবাচক বিকরণ যোগ করে পদ নিস্পন্ন হয়।

বচন	বদ্ধ রূপিম / মুক্ত রূপিম প্রাতিপাদিক	+	বদ্ধ রূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	= পদ
একবচন	তু		-ই	= তুই
	তু ~ তো		-ক	= তোক্ (তোকে)
	তুম্		-ই	= তুমি
	তুম ~ তোমা		-কে	= তোমাকে
	তু ~ তো		-র	= তোর
	তুম ~ তোমা		-র	= তোমার
বহুবচন	তু ~ তো		-রা	= তোরা
	তুম্ ~ তোম্		-রা	= তোমরা
	তোমার		-ঘে	= তোমারঘে (তোমাদের)
	তোর		-ঘে	= তোমঘে (তোদের)
	তোমরা		-কে	= তোমরাকে (তোমাদের)
	তোরা		-কে	= তোরাকে (তোদের)
	তুম ~ তোম্		-সাক	= তোমসাক্ (তোমাদের)

মধ্যম পুরুষে নিস্পন্ন পদ তোর/ তোমার, তোরা / তোমরা প্রাতিপাদিক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অতিরিক্ত বিভক্তি রূপে '-কে', 'ঘে' যোগ করে পদ নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই কথ্যভাষায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা চলিত বাংলায় অনুপস্থিত। মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক একবচনের কোন পদ না থাকায় সম্মানিত বা বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্বোধন করতে বহুবচনের 'তোমরা' বা ' তোমহা' ব্যবহৃত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে 'তোমরা' বহুবচন হয়েও সম্ভ্রমার্থে কখনও একবচনের কাজও নিস্পন্ন করে। তাছাড়া আলোচ্য কথ্যভাষায় সম্ভ্রমার্থক কোন পৃথক সর্বনাম পদ নেই—যা এই কথ্যভাষায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১৩.১.৩ প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম :

প্রথম একবচনে উ/ও, ওয়া, অয় এবং বহুবচনে ওয়া, ওয়ার, ওয়ারা প্রাতিপাদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তিবাচক বিকরণ যোগ করে পদ নিস্পন্ন হয়। যেমন—

বচন	বদ্ধ রূপিম / মুক্ত রূপিম প্রাতিপাদিক	+	বদ্ধ রূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	= পদ
এ ক ব চ ন	উ উ ~ ওয়া ~ অ উ ~ ওয়া ~ অ উ উ ~ ওয়া ~ অ		-০ -র -কে -কে -য়	= উ (সে) = ওয়ার / অর (তার) = ওয়াকে / অকে (তাকে) = উকে (তাকে) = অয় (সে)
ব হু ব চ ন	ওয়া ~ অ ওয়ার ওয়ার ~ অরা		-রা -ঘে -কে	= ওয়ারা / অরা (তারা) = ওয়ারঘে (তাদের) = ওয়ারাকে (অরাকে (তাদেরকে)

প্রথম পুরুষ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলিতে তুচ্ছার্থক এবং সম্ভ্রমার্থক এরূপ কোন পার্থক্য নেই। ক্রিয়ার উত্তর কোন সম্ভ্রমার্থক বিভক্তির ব্যবহার নেই। আবার ওয়ার, ওয়ারা প্রতিপাদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে পুনরায় পদ নিস্পন্ন করেছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচ্য কথ্যভাষায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যা চলিত বাংলায় দেখা যায় না।

১৩.১.৪ চলিত বাংলার ন্যায় এই কথ্যভাষাতেও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে মুক্ত রূপিমের সঙ্গে পুরুষভেদে বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে মুক্ত রূপিমের গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে। পুরুষভেদে রূপের পরিবর্তন নিম্নে তুলে ধরা হল—

পুরুষ	মুক্ত রূপিম	+ বদ্ধ রূপিম	= পদ
উত্তম	কহ্	-বো	= কোহোবো (বলবো)
মধ্যম (তুমি)	কহ্	-ইবা	= কোহিবা (বলবে)
মধ্যম (তুই)	কহ্	-বি	= কোহোবি (বলবি)
মধ্যম (সম্ভ্রম)	কহ্	-বেন্	= কোহিবেন (বলবেন)
প্রথম	কহ্	-ইবে	= কোহিবে (বলবে)

১৩.১.৫ কারক ও বচন ভেদেও সর্বনামের রূপভেদ সাধিত হতে দেখা যায়। যেমন—

কর্তা	কর্ম	করণ	অপাদান	সম্বন্ধ পদ
মি হামরা তুমি তোমরা তুই তোরা উ ওয়ারা	হামাকে/মিকে হামরাকে তোমাকে তোম্‌রাকে তোকে তোরাকে উকে/অকে/ওয়াকে ওয়ারাকে/অরাকে	মিকে দিয়া হাম্‌রাকে দিয়া তোমাকে দিয়া তোমরাকে দিয়া তোকে দিয়্যা তোরাকে দিয়্যা ওয়াকে দিয়া ওয়ারাকে দিয়া	হাঁর থেইক্যা হাঁরঘে থেইক্যা তোমার থেইক্যা তোমরঘে থেইক্যা তোর থেইক্যা তোরঘে থেইক্যা ওয়ার থেইক্যা ওয়ারঘে থেইক্যা	হামার/মোর হাঁরঘে তোমার তোমারঘে তোর তোরঘে ওয়ার ওয়ারঘে

১৩. ২ নির্দেশক সর্বনাম :

আলোচ্য কথ্যভাষায় দূরত্ববাচক ও সমীপ্যবাচক সর্বনাম পদগুলি হল—

নির্দেশক সর্বনাম	একবচন	বহুবচন
দূরত্ববাচক	উ, উটা, ওটা, উখান্‌টা	ঐলা, উলা ঐগ্‌ল্যা
সমীপ্যবাচক	ই, ইটা, ইডা, ইখান্‌টা	ইলা / এইলা, এইগ্‌ল্যা

১৩.৩ অনির্দেশক সর্বনাম :

কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে বসে এমন অনির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল— কে, কায়, কুছু, কেহু, কোনো কুছু ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ—

ক. তুই কে ছিস? (তুই কে? আছিস?)

খ. কায় আপোন, কায় পর! (কে আপন, কে পর!)

গ. কোনো কুছু নিহবার সাকছে। (কোনো কিছু হতে পারছে না।)

১৩.৪ প্রশ্নবাচক সর্বনাম :

আলোচ্য কথ্যভাষায় প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জন্য সাধারণত কায়, কি, কোন্‌ডা, কেনে, কারা, কোন্‌গালা, কুন্‌টি, ক্যায়সে ইত্যাদি সর্বনাম পদগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রশ্নাত্মক এই সর্বনাম পদগুলির একটি সারণি নিম্নে তুলে ধরা হল—

সময়	কখুন, কুন্‌ব্যালা, কেৎখুনা, কুনঘুরি, তখুন, এলায়
দিন	কুন্‌দিন, কেৎদিন
স্থান	কুন্‌টে, এটি, ঐঠে, এন্না, ওন্না
কারণ	কেনে, কেন্যা, কিউ
পরিমাণ	কয়টা, এত্‌লা, কুছু, তামান, কত্‌তো, গোটালা
সাদৃশ্য	যেনম্‌ন-তেনমন্‌, যেকিসম্‌-উকিসম্‌

১৩.৫ অন্যান্য সর্বনাম মূলক পদ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় প্রযুক্ত অন্যান্য সর্বনাম পদগুলি হল—

ক. সাকল্য বাচক সর্বনাম—সবগোই, সভি, শব্‌গালা (সবগুলো), শভ্যাই (সবাই), সব ইত্যাদি।

খ. প্রতিনির্দেশক সর্বনাম—যখুনা-তখুনা (যখন-তখন), জার-তার (যার-তার), জে-শে (যে- সে), যেনম্‌ন- তেনম্‌ন (যেমন-তেমন), যেকিস্‌ম-উকিসম্‌ (যেরকম- সেরকম) ইত্যাদি।

গ. আত্মবোধক সর্বনাম—আপোন্‌, খুদ্‌, ম্যা/মে, নিজেই, নিজেরা ইত্যাদি।

১৪. লিঙ্গ :

চলিত বাংলার ন্যায় আলোচ্য কথ্যভাষাতেও পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ—এই তিন প্রকার লিঙ্গের ব্যবহার রয়েছে।[১৪] বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের পৃথক পৃথক প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের তারতম্য ঘটে। তবে লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হলেও সর্বনামের রূপভেদ হয় না। যেমন—মি (আমি), তুই, তুমি, উ (সে),

ওযার (তার) প্রভৃতি সর্বনাম পদ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একই রূপে থাকে। লিঙ্গভেদে বিশেষণের ও রূপভেদ লক্ষ্য করা যায় না। ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণেও লিঙ্গের কোন প্রভাব আলোচ্য কথ্যভাষায় দেখা যায় না।

১৪.১ পুংলিঙ্গ :

পুরুষবাচক প্রত্যয় হচ্ছে '-আ'। যেমন— বেটা (অর্থ - পুত্র), দাদা, নানা (অর্থ - মাতামহ), পোতা (অর্থ - নাতি), চাচা (অর্থ - কাকা), ফুফা (অর্থ - পিসা), ছুয়া, ছোড়া (অর্থ - বালক), ভাতিজা (অর্থ - ভাইয়ের পুত্র), ভান্‌জা, ভাগ্‌ন্যা (অর্থ - ভাগিনা), গাধা, কুত্‌তা, বক্‌রা (অর্থ - পুরুষ ছাগল) ইত্যাদি।

পুরুষবাচক 'মরদ' যোগ করেও পুংলিঙ্গের রূপ গঠন করা হয়। যেমন—মরদ ছুয়া (অর্থ - ছেলে), মরদলোক (অর্থ - পুরুষ মানুষ), মরদবেটা (অর্থ - পুত্র), মরদ মান্‌শি (অর্থ - পুরুষ মানুষ) ইত্যাদি।

১৪.২ স্ত্রীলিঙ্গ :

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয় হচ্ছে — -ই/-ঈ, -নি/-নী, -ইন, -আন্‌, -আনী।

'-ই'/'-ঈ' প্রত্যয় যোগে—

বেটি, বোইনী (অর্থ - বোন), দাদী (অর্থ - দিদিমা), ভাবি, নানি, মামী, ছুঁড়ি, চাছি, মওসী (অর্থ - মাসী), বোক্‌রি (অর্থ - স্ত্রী ছাগল), বেরছানী (অর্থ - মহিলা), ভেড়ি, গাভী, ভাতিজি, ভান্‌জি, ভাগ্‌নি, গাধী, কুত্তি, বেয়াইনী, কাকী, পাগলী, হিংসুটি ইত্যাদি।

'-নি'/'-নী' প্রত্যয় যোগে—

ধোপ্‌নী (অর্থ - ধোপানী), বেইদেনী (অর্থ - বেদেনী), জাউলানি (অর্থ - জেলেনী), মুচিনি, গয়লানী, ময়রানি, দাক্‌তারনি, মাশটারনি ইত্যাদি।

'-ইন' প্রত্যয় যোগে—

লাতিন্‌, পোতিন্‌, বোহিন্‌ ইত্যাদি।

‘-আন্’ প্রত্যয় যোগে—

দোশ্‌ত্যান্, বিহ্যান্, বোঠ্যান্ ইত্যাদি।

‘-আনী’ প্রত্যয় যোগে—

গেরথানী (অর্থ - কৃষকের স্ত্রী), বন্ধুয়ানী (অর্থ - বন্ধুর স্ত্রী), শিবানী, শূদ্রানী ইত্যাদি।

উপসর্গবৎ লিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহার করেও পুংলিঙ্গ শব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন— এঁড়ে বাছুর - বক্‌না বাছুর, মদ্দা হাতি - মাদী হাতি, বলদ গোরু - গাই গোরু, হুলো বেড়াল - মোনি বেড়াল, পুত্র সন্তান - কন্যা সন্তান, জেন্স পার্লার - লেডিস পার্লার ইত্যাদি।

বিশেষ্যমূলক রূপিমের লিঙ্গান্তর করণ—

আলোচ্য কথ্যভাষায় বিশেষ্যমূলক রূপিমের লিঙ্গান্তরকরণ অন্ত্য প্রত্যয় যোগে নিম্নে তুলে ধরা হল—

	অন্ত-প্রত্যয়	**মুক্ত রূপিম**	**লিঙ্গান্তর**
ক.	/ -আ/	মওসি	মওসা (মেসো)
		ফুফু	ফুফা (পিসা)
খ.	/ -উ /	খালা	খালু (মেসো)
		ননদ	নন্‌দু (নন্দাই)
		বহিন্	বহোনু (বোনাই)
গ.	/-ই, -ঈ/	বেটা	বেটি
		দাদা	দাদি (পিতামহী)
		নানা	নানি (মাতামহী)
		পোতা	পোতি (নাতনী)
		চাচা	চাছি (কাকী)
		মামা	মামি

		ছোড়া	ছোওড়ি (বালিকা)
		ভাতিজ্যা	ভাতিজি (ভাইয়ের কন্যা)
		ভান্‌জা	ভান্‌জি (ভাইয়ের কন্যা)
		ভাগ্‌ন্যা	ভাগ্‌নি (ভাগিনী)
		গাধা	গাধী
ঘ.	/-নি, -নী/	ধোপা	ধোপনী (ধোপা - স্ত্রী)
		বেইদে	বেদেইনী (বেদে - স্ত্রী)
		জাউলা	জাউলানি (জেলে - স্ত্রী)
		মুচি	মুচিনি (মুচি - স্ত্রী)
		গয়লা	গয়লানী (গয়রা - স্ত্রী)
		ময়রা	ময়রানি (ময়রা - স্ত্রী)
		দাক্‌তার	দাকতারনি (ডাক্তার - স্ত্রী)
		মাশ্‌টার	মাশটারনি (মাষ্টার - স্ত্রী)
ঙ.	/-ইন্‌/	লাতি	লাতিন্‌ (নাত্‌নি)
		পোতি	পোতিন্‌ (ছেলের মেয়ে)
চ.	/-আন্‌/	দোশ্‌ত্‌	দোশত্যান্‌ (বন্ধু - স্ত্রী)
		বিহাই	বিহ্যান্‌ (বেয়ান)

১৪.৩ উভয় লিঙ্গ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় উভয় লিঙ্গের ব্যবহার যথেষ্ট কম লক্ষ্য করা যায়। যে শব্দগুলি প্রচলিত তা হল— অওলাদ (সন্তান), দোস্ত (বন্ধু), আন্ধা (অন্ধ), মালিক, বালশ্‌ (নবজাতক), কুটুম্‌ (আত্মীয়), রাগী, পোলিশ (পুলিশ), আদ্‌মি (মানুষ) ইত্যাদি।

১৫. বচন :

চলিত বাংলার ন্যায় আলোচ্য কথ্যভাষাতেও একবচন ও বহুবচন— এই দুই প্রকার বচনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ্যের ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনে পৃথক রূপ রয়েছে।

যেমন— একবচন- লোক, বহুবচন - লোকলা/ লোকগিলা। তবে বিশেষ্যের পূর্বে একবচন ও বহুবচন নির্দেশক-এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ্যের কোন পৃথক রূপ পরিলক্ষিত হয় না। যেমন— একবচন-এ্যাক্টা লেমু, একখান গোরু, বহুবচন - তামাম লেমু, ম্যাললাই গোরু। এখানে একবচন ও বহুবচনে বিশেষ্য পদ 'লেমু', ' গোরু'-র কোন পৃথক রূপ গঠিত হয়নি। সর্বনামের ক্ষেত্রে আলোচ্য কথ্যভাষায় বচনের প্রভাব যথেষ্ট। বচন ভেদে সর্বনামের পৃথক পৃথক রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন— একবচন - মি, বহুবচন - হাম্‌রা প্রভৃতি। বিশেষণ ও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের কোন ভূমিকা নেই। বিশেষ্যের দ্বিত প্রয়োগে বহুবচন গঠন করা হয়। আবার কখনো কখনো বিশেষণের দ্বিত সাধন করে বহুবচন নির্দেশ করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন প্রত্যয়টি যুক্ত হয় না।

১৫.১ একবচন :

একবচন নির্দেশক বিভক্তিগুলি হল— ট, টা, ড, ডা, খান, টো। এগুলি প্রত্যয়ের মতো পদান্তে বসে। প্রাণী বাচক শব্দে— ট, টা, ড, ডা যুক্ত হয়। যেমন— গাছটা, বক্‌রিটা, মোছলিডা ইত্যাদি। বস্তুবাচক শব্দে টা, খান, টো ব্যবহৃত হয়। যেমন— বেটিটা, জমিখান, কিতাব্‌টো ইত্যাদি।

নির্দেশক সর্বনামে টা, ডা যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন— এটা/ইডা, উটা/উডা, ঐটা ইত্যাদি।

একবচনের পদ গঠন

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে একবচনের পদ গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে তুলে ধরা হল[১৫]—

	মুক্ত রূপিম +	**বদ্ধ রূপিম**	= **পদ**
ক.	ইন্দুর	/ -টা /	ইন্দুরটা
	ভোইস		ভোইসটা (মহিষটি)
	খান্‌দান্		খান্‌দানটা (বংশটি)
	গুলাম		গুলামটা (ভৃত্যটি)
খ.	মোছ্‌লি	/ -ডা /	মোছ্‌লিডা (মাছটি)
	বিল্‌লি		বিল্‌লিডা (বিড়ালটি)

গ.	আকাশ জমিন্ কাম্ সমুদ্দুর	/ -খান্ /	আকাশখান্ জমিন্খান্ কাম্খান্ সমুদ্দুরখান্ (সমুদ্রটি)
ঘ.	কিতাব্ দিল্ পিরণ তাকিয়্যা	/- টো /	কিতাব্টো (বইটি) দিলটো (মনটা) পিরন্টো (জামাটা) তাকিয়্যাটো (বালিশটা)

১৫.২ বহুবচন :

বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি হল—'গালা'/'লা'। প্রাণীবাচক ও বস্তুবাচক উভয় ক্ষেত্রেই 'গালা'/'লা' বহুবচন নির্দেশ করে থাকে। যেমন— লোকলা, বোন্ধুগালা, কুটুম্গালা, আউরাত্লা, জোন্গালা, থালিগালা, বাগুনলা, কোদুগালা, কৈতোরলা ইত্যাদি।

অনেক সময় প্রাণীবাচক ও বস্তুবাচক উভয় ক্ষেত্রেই কোন শব্দের পূর্ব পদরূপে বহুত্ববোধক বোঝাতে মেল্ল্যা/ম্যাল্ল্যা, বহুৎ, ঢেড় যুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন—ম্যাল্ল্যা কাউয়্যা, বহুৎ ইন্শান্, ঢেড় প্যাইশ্যা ইত্যাদি।

একাধিক প্রাণী বা বস্তুর ক্ষেত্রে সমষ্টিবাচক বিভিন্ন শব্দ ও পূর্বপদ রূপে যুক্ত হয়ে বহুবচনের রূপ গঠন করে। যেমন— গোট্যা, গছা, তামাম্, ঝাক, মোটা, ঢেড় ইত্যাদি। যেমন— গোট্যাই আম, তামাম দ্যাশ, গছা চুরি, ঝাক আরশুলা, মোটা বিড়্হি, ঢেড় গোশ্ ইত্যাদি।

শুধুমাত্র সর্বনাম পদে '-রা' বিভক্তি যোগ করে বহুবচন নির্দেশিত হয়। যেমন— হাম্রা (আমরা), তোম্রা (তোমরা/আপনারা), ওম্রা (ওরা/তারা) / ওয়ারা ইত্যাদি।

বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদের দ্বিত সাধন করে বহুবচন পদ গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন—

বিশেষ্যপদের দ্বিত সাধন—

গাছে গাছে ফল, ম্যাঘে ম্যাঘে বৃষ্টি, পথে পথে পাথর।

বিশেষণ পদের দ্বিত সাধন—

ভালা ভালা আদ্‌মি, কচি কচি কোদ্‌ধু, ছোটো ছোটো শেব

সর্বনাম পদের দ্বিত সাধন—

কে কে অসবো?, যে যে আছিল, কেউ কেউ ফেরার

বহুবচনের পদ গঠন—

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে বহুবচনের পদ গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে তুলে ধরা হল—

মুক্ত রূপিম +	**বদ্ধরূপিম** =	**পদ**
আউরাত	/-গালা, -লা /	আউরাতলা (মহিলারা)
জোন্		জোন্‌গালা (জনমজুররা)
কোদ্‌ধু		কোদ্‌ধুগালা (লাউগুলি)
কৈতোর		কৈতোরলা (কবুতরগুলি)

বহুবচন বাচক মুক্ত রূপিম যোগে—

মূল রূপিমের পূর্বে বহুবচন বাচক মুক্ত রূপিম সহযোগে বহুবচনের পদ গঠন করা হয়।

বহুবচন বাচক মুক্তরূপিম +	**মূলরূপিম** =	**পদ**
গোট্যা	আম	গোট্যা আম্‌ (সব আম)
তামাম্‌	দ্যাশ	তামাম দ্যাশ (পুরো দেশ)
গছা	চুরি	গছা চুরি (গোছা চুড়ি)
ঝাক	আরশুলা	ঝাক আরশুলা (অনেক আরশোলা)
মোটা	বিড়হি	মোঠা বিড়হি (মোঠা বিড়ি)
ঢেড়	গোশ্‌	ঢেড় গোশ্‌ (প্রচুর মাংস)

১৬. বিশেষ্যমূলক রূপিম :

বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি মূলক বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে বিশেষ্যমূলক রূপিম গঠন করে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মোট পাঁচ শ্রেণির বিশেষ্যের কথা

বলেছেন। যথা—সামান্যবাচক, সংজ্ঞাবাচক, গুণ বা ভাববাচক, সমষ্টিবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। আলোচ্য কথ্যভাষায় বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে '-র', '-এর', '-ইব্যার' ইত্যাদি বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে। উপরিউক্ত পাঁচ শ্রেণির বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধরূপিম সংযুক্ত হয়ে যে প্রক্রিয়ায় পদ গঠন করে তা নিম্নে তুলে ধরা হল—

১৬.১ সামান্য বাচক বিশেষ্য :

	মুক্ত রূপিম +	**বদ্ধরূপিম**	= **পদ**
ক.	আদ্‌মি	-র	আদমির (লোকের)
খ.	খিশ্‌টান	-এর	খিশ্‌টানের (খ্রীষ্টানের)
গ.	মোশল্‌মান	-এর	মোশলমানের (মুসলিমের)
ঘ.	পোখি	-র	পোখির (পাখির)
ঙ.	বোল্‌ল্যা	-র	বোল্‌ল্যার (মৌমাছির)

১৬.২ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য :

	মুক্ত রূপিম +	**বদ্ধরূপিম**	= **পদ**
ক.	আশ্‌মান	-এর	আশ্‌মানের (আকাশের)
খ.	পিরথিবি	-র	পিরথিবির (পথিবীর)
গ.	চুল্‌হা	-র	চুল্‌হার (উনুনের)
ঘ.	পুআল্‌	-এর	পুআলের (খড়ের)
ঙ.	পুঁথল্যা	-র	পুঁথল্যার (পুতুলের)

১৬.৩ গুণ বা ভাববাচক বিশেষ্য :

	মুক্ত রূপিম +	**বদ্ধরূপিম**	= **পদ**
ক.	লালচ্‌	-এর	লালচের (লোভের)
খ.	শরম	-এর	শরমের (লজ্জার)
গ.	দুখ	-এর	দুখের (দুঃখের)

ঘ.	পাপ	-এর	পাপের
ঙ.	দান	-এর	দানের

১৬.৪ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য :

	মুক্ত রূপিম +	**বদ্ধরূপিম**	= **পদ**
ক.	দল	-এর	দলের
খ.	জন্‌তা	-র	জন্‌তার (জনতার)
গ.	বাহিনি	-র	কাহিনির (বাহিনীর)
ঘ.	পঞ্চায়েত	-এর	পঞ্চায়েতের
ঙ.	গুশ্‌টি	-র	গুশ্‌টির (গোষ্ঠীর)

১৬.৫ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

	মুক্ত রূপিম +	**বদ্ধরূপিম**	= **পদ**
ক.	মাগুা	-ন	মাগুান (মাঁড়ানো)
খ.	খিলা	-ব্যার	খিলাব্যার (খাওয়াবার)
গ.	শুতা	-নো	শুতানো (শোয়ানো)
ঘ.	জা	-ইব্যার	জাইব্যার (যাবার)
ঙ.	লিখ্যা	-ই	লখ্যাই (লেখা)

১৭. বিশেষ্যমূলক পদ গঠন :

চলিত বাংলার ন্যায় এই কথ্যভাষাতেও মুক্ত রূপিমের সঙ্গে উপসর্গ বা আদি প্রত্যয় এবং অন্ত্য প্রত্যয় যোগে বিশেষ্যমূলক পদ গঠিত হয়ে থাকে।

১৭.১ আদি প্রত্যয় যোগে :

	আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
ক.	/ অ-/	কাজ	অকাজ
		দেখা	অদেখা
		কাল	অকাল
খ.	/আ-/	পাকা	আপাকা
		ধুয়া	আধুয়া
		কাম	আকাম
গ.	/নি-/	খচ্চা	নিখচ্চা (নিখরচা)
		লাজ্	নিলাজ্ (লজ্জাহীন)
		খুদ্	নিখুদ্ (নিখুঁত)
ঘ.	/না-/	রাজ	নারাজ
		লায়েক	নালায়েক
		ছোড়	নাছোড়
ঙ.	/গড়-/	মিল	গড়মিল
		হাজির	গড়হাজির
		হজম	গড়হজম
চ.	/বে-/	ইমান	বেইমান
		আদোব	বেআদোব
		হায়া	বেহায়া
ছ.	/বদ-/	রাগি	বদরাগি
		নাম	বদনাম
		লোক	বদলোক

১৭.২ অন্ত্য প্রত্যয় যোগে :

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
ক.	/-আ/	মোছ্	মোছা
		হাত	হাতা
		বল্	বলা
খ.	/-ই/	আশমান্	আশমানি
		খাজুর	খাজুরি
		মাশটার	মাশটারি
গ.	/-আন/	গাড়ি	গাড়িয়ান্
		আগু	আগুয়ান্
ঘ.	/-আনি/	খেল্	খেলানি
		ঘুর	ঘুরানি
		কুড়	কুড়ানি
ঙ.	/-আলা/	ফেরি	ফেরিআলা
		রিস্কা	রিস্কাআলা
		কাব্লি	কাব্লিআলা
চ.	/-আলি/	ঘর	ঘরআলি
		দোশ্ত্	দোশ্তালি
		কাম	কামআলি
ছ.	/-না/	ঢাক্	ঢাকনা
		খেল্	খেলনা
		বাজ্	বাজনা
জ.	/-নি/	ঢাক্	ঢাক্নি
		চাল	চালনি
		বেল্	বেল্নি

ঝ.	/-**আমু**/	বাদর ফাজিল পাগল	বাদরামু ফাইজলামু পাগলামু
ঞ.	/-**গিরি**/	দাদা বাবু মস্তান	দাদাগিরি বাবুগিরি মস্তানগিরি
ট.	/-**জি**/	ভাবি আব্বা আম্মা	ভাবিজি আব্বাজি আম্মাজি
ঠ.	/**জান**/	ভাই খালু আব্বা	ভাইজান খালুজান আব্বাজান
ড.	/-**দার**/	পাওনা খরিত দুকান	পাওনাদার খরিতদার দুকানদার

১৮. বিশেষণমূলক পদ গঠন :

মুক্তরূপিমের সঙ্গে অন্ত্য প্রত্যয় যোগে বিশেষণ মূলক পদ গঠিত হয়ে থাকে।

	অন্ত্য প্রত্যয়	**মুক্তরূপিম**	**পদ**
ক.	/-**ই**/	লোভ হিশ্যাব	লোভি হিশ্যাবি
খ.	/-**উ**/	ঢাল্ চাল	ঢালু চালু
গ.	/-**অ্যা**/	হলুদ পাথৈল	হৈলদ্যা পাথৈল্যা

ঘ.	/-তো/	মামা খালা	মামাতো খালাতো
ঙ.	/-ছা/	নুন্ গা	নুনছা গাছা
চ.	/-নি/	ফুটা ঝাড়ু	ফুটানি ঝাড়ুনি

১৯. পদাশ্রিত নির্দেশক বা বিশেষ্য বিশেষ্য :

আলোচ্য কথ্যভাষায় চলিত বাংলার মতো পদাশ্রিত নির্দেশক বা বিশেষ্য বিশেষ্য পদের এত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে যে নির্দেশকগুলি ব্যবহৃত হয় তা হল—টা, খান্, টুকা, টো ইত্যাদি। যেমন—বক্‌রিট্যা, জমিখান্, অ্যাকটুকা পানি (অল্প জল), কিতাবটো (বইটি) ইত্যাদি।

২০. যৌগিক পদ :

আলোচ্য কথ্যভাষায় তিন প্রকার যৌগিক পদ রয়েছে। যথা—১. সমাসবদ্ধ শব্দ, ২. শব্দদ্বৈত ও ৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দ। এই তিন প্রকার যৌগিক শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

২০.১ সমাস :

বাংলা সমাসের ন্যায় এই কথ্যভাষাতেও মোট ছয় প্রকার সমাস-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যথা—১. দ্বন্দ্ব, ২. তৎপুরুষ, ৩. কর্মধারয়, ৪. দ্বিগু, ৫. বহুব্রীহি, ৬. অব্যয়ীভাব।[১৬]

২০.১.১ দ্বন্দ্ব সমাস :

পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
কিয়াকাম্	কিয়া ও কাম	ক্রিয়া ও কর্ম
তন্‌মন্	মন্তর ও তন্তর	মন্ত্র ও তন্ত্র

কায়দাকানুন	কায়দা ও কানুন	কায়দা ও কানুন
ছোঁড়াছুঁড়ি	ছোঁড়া ও ছুঁড়ি	ছোঁড়া ও ছুঁড়ি
ধন্‌দৌলৎ	ধন ও দৌলৎ	ধন ও দৌলত
মাচ্‌গোশ্‌	মাচ্‌ ও গোশ	মাছ ও মাংস
মারধোর	মার ও ধোর	মার ও ধর
টাকা পাইশ্যা	টাকা ও পাইশ্যা	টাকা ও পয়সা
লাজশরম	লাজ ও শরম	লজ্জা ও শরম
ইজ্জতআব্রু	ইজ্জত ও আব্রু	ইজ্জত ও আব্রু
আদবকায়দা	আদব ও কায়দা	আদব ও কায়দা

২০.১.২ তৎপুরুষ সমাস :

পদ	**বিশ্লেষণ**	**অর্থ**
অভাব	নয় ভাব	অভাব
আন্‌জান্‌	নয় জানা	অজানা
আকাল	নয় কাল	অসময়
আকাম্‌	নয় কাম্‌	ক্ষতি
আকাজ	নয় কাজ	অন্য কাজ
নারাজ	রাজী নয়	অরাজী
নিখচ্‌চা	খচ্‌চা নয়	খরচ ছাড়া
আছোলা	ছোলা নয়	আছোলা
বেমানান	নয় মানান	বেমানান
গরহাজির	হাজির নয়	অনুপস্থিত
বেচাল	নয় চাল	বেচাল
বেঢপ্‌	নয় ঢপ	খারাপ গঠন
বেটাইম্‌	নয় টাইম	খারাপ সময়

২০.১.৩ কর্মধারয় সমাস :

পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
খাস জমিন্	খাস যে জমিন্	খাস জমিন
হেড্ মুল্বি	হেড যে মৌলবী	প্রধান মৌলবী
গণ্ড মুর্খ	গণ্ড যে মুর্খ	গণ্ড মুর্খ
বাগুনপুড়া	পোড়া যে বেগুন	বেগুন পোড়া
মুল্বিসাব্	যিনি মৌলবী তিনিই সাহেব	মৌলবীসাহেব
কাচামিঠা	কাজা অথচ মিঠা	কাঁচা মিঠে

২০.১.৪ দ্বিগু সমাস :

পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
চৌপথি	চার পথের সমাহার	চার পথের সমাহার
দোমোহনা	দুই মোহনার সমাহার	দুই মোহনার সমাহার
পাচ্ফুরন	পাঁচ ফোড়নের সমাহার	পাঁচফোড়ন
বারমাসি	বারোমাসের সমাহার	বারোমাসী
চারানা	চার আনার সমাহার	চার-আনি
পাচ্সিকা	পাঁচ সিকির সমাহার	পাঁচ-সিকি

২০.১.৫ বহুব্রীহি সমাস :

পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
বদনসিব	বদ নসিব যার	দুর্ভাগ্য
বেশরম	শরম (লজ্জা) নেই যার	নির্লজ্জ
মাহাজন	মহৎ যে জন	মহাজন
নাচার	নেই চার (চার = চারা = উপায়) যার	উপায়হীন
বেইমান্	বে (নেই) ইমান (বিশ্বস্ততা) যার	বেইমান
বেওয়ারিশ	ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নেই যার	বেওয়ারিশ

২০.১.৬ অব্যয়ীভাব সমাস :

পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
হাভাত	ভাতের অভাব	হাভাত
গরমিল	মিলের অভাব	গরমিল
বেহায়া	হায়া (লজ্জা)-র অভাব	বেহায়া
নিখাট্টা	খাট্টা (টক)-এর অভাব	টকের অভাব

২০.২ শব্দদ্বৈত :

চলিত বাংলার ন্যায় আলোচ্য কথ্যভাষাতেও শব্দদ্বৈত উপস্থিত রয়েছে।

কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
আমনাসামনা	সামনা সামনি
উলট্‌পুলট্‌	উল্টো পাল্টা
ঝুটমূট	মিথ্যা
উথাল্‌পুথল	উলটপালট
উস্‌কোখুশ্‌কো	রুক্ষ
ফস্টিনস্টি	অতিরিক্ত ভাব
ভংচং	আবোলতাবোল
এঁচপেঁচ	বিরক্তভাব
বুঝাবুঝা	নেভানেভা
উসখুস	অস্থিরভাব
আঁকুপাঁকু	ব্যাকুলতারভাব
গুমসুম	চুপচাপ
ভালাবুরা	ভালোমন্দ
আইটাই	অস্বাচ্ছন্দ্য
সচ্‌মুচ্‌	সত্যি

রুখাসুখা	শুকনো
চুলবুলা	চঞ্চল
ঝট্‌পট্‌	তাড়াতাড়ি
ওয়াকওয়াক	বমি বমি ভাব
নট্‌খট্‌	দুষ্টু
হাল্‌চাল্‌	অবস্থা

চলিত বাংলার ন্যায় আরও একপ্রকার শব্দদ্বৈত আলোচ্য কথ্যভাষায় পাওয়া যায়, যাকে অনুকার, অনুগামী শব্দ বলা হয়। সমার্থক রূপিম যোগ করে এই শ্রেণির শব্দদ্বৈত গঠিত হয়। এই কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি হল—

শব্দ	**অর্থ**	**ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**
কাপড়চোপড়	কাপড়গুলি	শব্দের দ্বিতীয়াংশে ধ্বনির পরিবর্তন
জলটল	জল	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
মিলঝুল	মিল	দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের অনুবর্তী
সচ্‌মুচ্‌	সত্যি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
গুম্‌সুম্‌	চুপচাপ	শব্দের দ্বিতীয়াংশে ধ্বনির পরিবর্তন
ঝুম্‌মুট্‌	মিথ্যা	দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের অনুবর্তী
রোক্‌ছোক	বাধা বিপত্তি	শব্দের দ্বিতীয়াংশে ধ্বনির পরিবর্তন
ঝট্‌পট্‌	তাড়াতাড়ি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
ভাবসাব	ভাব	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
নরমসরম	নরম	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
মাংসফাংস	মাংস	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
বকাঝকা	বকাবকি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
অদলাবদলি	পাল্টাপাল্টি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
লুচিফুচি	লুচি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন
মারডাং	মারামারি	‘ডাং’ শব্দটি ‘মার’-এর অনুগামী

২০.৩ ধ্বন্যাত্মক শব্দ :

চলিত বাংলার ন্যায় আলোচ্য কথ্যভাষাতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রচুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে কথ্যভাষার উচ্চারণের ভিন্নতার জন্য তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ভিন্নমাত্রা এনে দেয়। কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি হল—

কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	**অর্থ**
কিচ্‌কিচ্‌	কথায় বিরক্ত ভাব
চুল্‌বুল্‌	চঞ্চলভাব
চক্‌মক্‌	উজ্জ্বল
পট্‌পট্‌	তাড়াতাড়ি কথা বলা
ঝপ্‌ঝপ্‌	তাড়াতাড়ি
ঘুট্‌ঘুট্‌	দম বন্ধ করা
টকাটক্‌	পৌনঃপুন্য
কটাস্‌কটাস্‌	কেটে ফেলা
লুত্‌লুত্‌	নরম
পেচ্‌পেচ্‌	বিরক্ত
ঝক্‌ঝক্‌	ঝলমল
প্যানপ্যান	কথায় বিরক্ত
গুপগাপ	গোপনে
হুহু	বয়ে যাওয়া
খক্‌খক্‌	কাশি
সাইসাই	দ্রুত
কেচরমেচর	চেঁচামেচি
চোঁচো	পেট ডাকা
চিরিকচিরিক	ছিটকে ছিটকে
জ্যালজ্যাল	পাতলা
জ্যাবজ্যাব	ভেজা

ট্যাসট্যাস	স্পষ্ট
বকরবকর	বেশী কথা বলা
ভুটভাট	পেটে আওয়াজ
মুচ্‌মুচ্‌	ভঙ্গুর
লক্‌লক্‌	পাতলা ও নড়চড়ে
লিক্‌পিক্‌	পাতলা
অক্‌অক্‌	বমি বমি ভাব
ডিগ্‌ডিগ্‌	বুক ফুলিয়ে
গিজ্‌গিজ্‌	ভর্তি
ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌	অবাক
ছম্‌ছম্‌	শূন্য
গট্‌গট্‌	দ্রুত পায়ে
ঢ্যাল্‌ঢ্যালা	ঢোলা জামা
চিট্‌চিট্যা	আঠালো
ভক্‌ভক্‌	তাড়াতাড়ি

তথ্যসূত্র :

১. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৩০-৩১।

২. তদেব, পৃ. ৩১-৩২।

৩. সুভাষ চন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা, ১৩৯৫, প্রথম প্রকাশ, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ৮৫-৯৩।

৪. বামনদেব চক্রবর্তী, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, ২০১৫, ঊনবিংশ সংস্করণ, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা, পৃ. ২৮৩-২৮৭।

৫. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২০০১, প্রথম সংস্করণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

৬. প্রকাশ কুমার মাইতি, আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা, ২০০৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ১৭৫।

৭. পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, ২০০৭, পঞ্চম সংস্করণ, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩৫৮-৩৬০।

৮. তদেব, পৃ. ৩৬০।

৯. তদেব, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

১০. তদেব, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।

১১. বামনদেব চক্রবর্তী, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, ২০১৫, ঊনবিংশ সংস্করণ, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা, পৃ. ২০৪-২৫৩।

১২. তদেব, পৃ. ৪৪৮-৪৫৫।

১৩. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০২, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ২০৫-২১২।

১৪. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৩৭৮-৩৮০।

১৫. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৫০-৫২।

১৬. বামনদেব চক্রবর্তী, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, ২০১৫, ঊনবিংশ সংস্করণ, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা, পৃ. ৩৩০-৩৭১।